Times Today BD

মুহাম্মদ দিদারুল আলম | চট্টগ্রাম | 14 April, 2025

নানা আয়োজনে চট্টগ্রামে বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়।তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এবারকার বাংলা নববর্ষ বরণের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব শোভাযাত্রায় উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

সোমবার (১৪ এপ্রিল) নগরীর চবি চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ৩০-৪০ জন নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে সকাল সাড়ে ১০টায় বর্ষবরণ র‌্যালি বের করা হয়।চট্টেশ্বরী মোড় হয়ে আলমাস মোড়, কাজীর দেউড়ি মোড়, এস এস খালেদ রোড, প্রেসক্লাব ঘুরে সার্সন রোড হয়ে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয় এই র‌্যালি।ঢোলক বাদ্য, বিভিন্ন প্রাণীর মুখোশ এবং ঘোড়া ও মাছের প্রতিকৃতি শোভা পায় র‌্যালিতে।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত ও ‘এসো হে বৈশাখ’ গান পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়।পরে বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে ওয়াসা মোড় ঘুরে পুনরায় শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়।ময়ূর, মোরগ, ঘোড়া, পাখিসহ নানান প্রতিকৃতি আর মুখোশ নিয়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়া মানুষের সংখ্যাও ছিল কম।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর আয়োজনে সকালে আনন্দ শোভাযাত্রায় ছিল শিশুসহ ৪০-৫০ জনের উপস্থিতি।শিশুদের হাতে শোভা পায় বিভিন্ন প্রতিকৃতি।

এদিকে নগরীর ডিসি হিলে বর্ষবরণ মঞ্চে ভাঙচুরের পর সেখানে সকাল থেকে বিরাজ করছে নীরবতা।যারা অনুষ্ঠান দেখতে যাচ্ছেন, তারা ফিরে আসছেন।সম্মিলিত পহেলা বৈশাখ উদযাপন পরিষদ ডিসি হিলে বৈশাখের অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করেছে।অবশ্য সিআরবির শিরীষতলায় নববর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে চলছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।বিগত বছরগুলোতে বর্ষবরণস্থল লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলেও এবার সেখানেও ছিল দর্শক খরা।হচ্ছে না বলিখেলা, বসেনি মেলা।

শিরীষতলায় সকালে ভায়োলিনিস্ট চিটাগংয়ের সমবেত বেহালাবাদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।এরপর আনন্দী সংগীত একাডেমি, সংগীত ভবন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা, সুর সাধনা, নজরুল সংগীত শিল্পী সংস্থা, শ্রুতিনন্দন, নটরাজ সহ বিভিন্ন সংগঠন দলীয় পরিবেশনায় অংশ নেয়।আবৃত্তি পরিবেশন করে বোধন, প্রমা, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন সংগঠন।ফাঁকে ফাঁকে চলে নৃত্য।বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে বলে জানিয়েছেন নববর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফারুক তাহের।

সিআরবিতে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে আগতদের তল্লাশিসহ পুলিশের নজরদারি দেখা গেছে।এছাড়া নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজনে চলছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

এদিকে, সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত পরবর্তী পহেলা বৈশাখের বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্যেদিয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে শুভ নববর্ষ।শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন।

এরপর 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' শ্লোগানে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়।শোভাযাত্রাটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এসময় জেলা প্রশাসনের সাথে পহেলা বৈশাখকে স্বাগত জানিয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা পুলিশ, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জেলা শিশু একাডেমি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়।সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।বাদ্যের তালে তালে গ্রাম-বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের লোকজ উপকরণ পালকি, পুতুল, রঙিন প্ল্যাকার্ড আনন্দ শোভাযাত্রায় যোগ করে অনন্য মাত্রা।সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তারাসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৮টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমের সভাপতিত্বে ও চান্দগাঁও ভূমি সার্কেলের সহকারী কমিশনার মো. ইউসুফ হাসানের সঞ্চালনায় পহেলা বৈশাখের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন।বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) ওয়াহিদুল হক চৌধুরী ও সিএমপির উপ-কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি) নেছার উদ্দিন আহমেদ।বক্তব্য দেন জেলা আনসার-ভিডিপি কমান্ডার মো. আবু সোলায়মান ও জেলা মহিলা বিষয়ক উপ-পরিচালক আতিয়া চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে জেলা শিশু একাডেমিতে আয়োজিত চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিরা।শেষে অনুষ্ঠান মঞ্চে দলীয় সংগীত ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন চট্টগ্রাম জেলা শিশু একাডেমি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিক্ষার্থীরা।

প্রতিবছরের মতো এবারও চারুকলা থেকে বের হয়েছে ঐতিহ্যের শোভাযাত্রা।তবে প্রতিবছর শোভাযাত্রার ব্যানারে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' লেখা থাকলেও এবার ছিল না।এবার লেখা ছিল 'বর্ষবরণ ১৪৩২, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়'।

সোমবার (১৪ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরীর বাদশা মিয়া সড়কের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়।এটি চট্টেশ্বরী মোড় হয়ে আলমাস, কাজীর দেউড়ি মোড়, এস এস খালেদ রোড, প্রেসক্লাবের সামনে থেকে ইউটার্ন হয়ে সার্সন রোড দিয়ে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয়।

তরমুজের ফালি, বাঘ, ইলিশ, শান্তির পায়রা ও লক্ষ্মী পেঁচাসহ বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে চারুকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী রেদোয়ান বলেন, 'আজকের এ শোভাযাত্রা আমরা নিজেদের মতো করে আয়োজন করেছি।কারো আদেশ কিংবা অনুরোধ শুনতে হয়নি।তবে গতকাল (রবিবার) রাতের ডিসি হিলের ঘটনা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।কেননা এই সংস্কৃতি নিয়েও অনেকের এলার্জি আছে।আজ আমরা দৃঢ়ভাবে সব মোকাবিলা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই শোভাযাত্রা শেষ করেছি।সবাই আমাদের নিজস্বতা ও বাঙালিয়ানা রক্ষা করুক, উদযাপন করুক, এটাই চাই।

সিএমপির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মাহমুদা বেগম বলেন, নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।সব মূল পয়েন্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশের সড়কে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। শোভাযাত্রায় সোয়াট ইউনিটের সদস্য এবং সাদা পোশাকে পুলিশ, র‍্যাব ছিল।

বর্ষবরণ নববর্ষ শোভাযাত্রা

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 29 June, 2025 00:02

URL: https://www.timestodaybd.com/chittagong/765975619